॥ মুখবন্ধ ॥

একটা সময় ছিল যখন গবেষণার জগৎ ছিল নিতান্তই সীমাবদ্ধ। তখন কয়েকজন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিককে কেন্দ্র করে অথবা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে গবেষণার পরিকল্পনা করা হত।

এখন সে যুগ আর নেই। স্বাধীনতার পরে বিশেষত গত তিরিশ বছরে আমরা দেখেছি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক বদলে গেছে। আমাদের চারপাশের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এই সময়ের মধ্যে আমরা আগ্রহী হয়েছি। এবং সম্ভবত সেই কারণেই আমাদের দৃষ্টির প্রসারও ঘটেছে। আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আগেকার আমলে যারা ছিল উপেক্ষিত, যে বিষয় ছিল অবহেলিত - আজ তাদের দিকে, সেইসব বিষয়ের দিকে, আমাদের দৃষ্টি পড়েছে। আমরা বুঝতে পেরেছি - সামান্যের মধ্যেও অসামান্য কিছু থাকতে পারে। তাই আপাত দৃষ্টিতে যাকে তুচ্ছ মনে হত একদিন, আমরা আজ তার মধ্যে একটা নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছি। সম্ভবত: এই পরিবর্তিত প্রবণতার জন্যেই গবেষণার সীমানা অনেকদূর প্রসারিত হয়েছে। এবং হয়ত একথা বলা অসঙ্গত হবে না - এই সূত্রেই আমরা উত্তরোত্তর লোকসংস্কৃতি বা লোকায়ত জীবনায়নের দিকে আকৃষ্ট বা উৎসাহী হয়েছি ক্রমশ।

বস্তুত, আমার গবেষণার বিষয় নির্বাচনে এইরকম একটা মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করেছে, তা অকপটেই আমি স্বীকার করছি। ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে, সেইসূত্রে উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র যাদের বলা হয় সেই রাজবংশী মানুষ ও তাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা নিয়েও বেশ কিছু গবেষণামূলক কাজ হয়েছে। কিন্তু এই রাজবংশী নারীদের নিয়ে স্বতন্ত্র কোন গবেষণা হয়নি বলেই আমার ধারণা। অথচ আমরা দেখতে পাই উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, বিশেষত ভাওয়াইয়া গানে রাজবংশী নারীদের

একটি বড় ভূমিকা আছে। অথবা বলা চলে রাজবংশী নারীসমাজই এইসব গানের মুখ্য উৎস ও প্রেরণা। সুভাবতই, তাই আমার মনে হয়েছে - লোকসঙ্গীতের ওপর ভিত্তি করে রাজবংশী নারীসমাজের স্বতন্ত্র রূপটি মূল্যবান গবেষণার বিষয় হিসেবে গণ্য হতে পারে। একথা মনে রেখেই আমি বর্তমান গবেষণা প্রকল্পের পরিকল্পনা করেছি এবং তার নাম দিয়েছি 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকগীতি ও নারীজীবন'।

এই কাজ করতে গিয়ে যদিচ আমি প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের সাহায্য নিয়েছি প্রয়োজন মতো, কিন্তু আমার এই গবেষণা মূলত ক্ষেত্র-সমীক্ষা ভিত্তিক কাজ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমি এইভাবেই আমার গবেষণার অনুকূলে উপাদান সংগ্রহ করেছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য আমার এই গবেষণার নির্দেশক প্রফেসর এবং বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক প্রণয় কুমার কুণ্ডু। তাঁরই নির্দেশ অনুসারে আমার এই গবেষণাকর্ম বিধৃত হয়েছে। তাঁর নির্দেশ ও প্রেরণা ছাড়া এ কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। আমি তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। স্মরণ করি সেই বন্ধুদের যাঁরা আমাকে বিভিন্নস্তরে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন ও উৎসাহ যুগিয়েছেন, যেমন সতীর্থ গবেষক কেতকী দত্ত, বেলা দাস ও রেখা চক্রবর্তী। অকুণ্ঠ উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছি সমাজ ও নৃতত্ত্ব বিভাগের ডঃ নির্মল চৌধুরী ও ডঃ রজতশুভ্র মুখোপাধ্যায় এবং বাংলা বিভাগের ডঃ অপোধীর ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। এঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। পরিশেষে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি না শ্রী বিমলেন্দু দাস মহাশয়কে, যিনি সযত্ন প্রয়াস ও তৎপরতায় নিবন্ধটি নির্দিষ্ট সময়ে টাইপ করে দিয়েছেন।

৩০শে আগষ্ট, ১৯৯৩
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

নিয়তি রায়